রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ৪৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৫, ২০১৮

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪১—৬৪৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭৯—১১৯৪
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪১—২৪৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৪১—২৪১৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারিকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫৭
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) .... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) .... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) .... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০১১.১৫-৫১১—জনাব মাহমুদুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিস, লাকসাম, কুমিল্লা-(প্রাক্তন থানা নির্বাচন অফিস, লালবাগ, ঢাকা) গত ২০ মে ২০১৮ তারিখ হতে অননুমোদিত ভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

২। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচনের পদপ্রার্থী জনাব শাহরিয়ার ইবনে আজিম (জাতীয় পরিচপত্র নম্বর ১৯৮০২৬৯১৬৪৭০১৯৭০৬) এর ভোটার ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর থানার শংকর (ভোটার এলাকা নং ১২৩৭) হইতে লালবাগ থানার রাজনারায়ণ ধর রোড (ভোটার এলাকার নং ১৪৯৯)-এ স্থানান্তরের আবেদনটি নিস্পত্তিতে অবহেলার কারণে জনাব মাহমুদুর রহমান উপজেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। উক্ত কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায় নি। ব্যাখ্যা চাওয়া পত্রটি স্থায়ী ঠিকানায়ও প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। জনাব মাহমুদুর রহমানকে অত্র সচিবালয়ের ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ১৭.০০.০০০০.০১৫.১৯.০১২.১৮-২৭৫ নং স্মারক মোতাবেক থানা নির্বাচন অফিস, লালবাগ, ঢাকা থেকে উপজেলা নির্বাচন অফিস, লাকসাম, কুমিল্লায় বদলি করা হয়। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুমিল্লা বিবেচ্যপত্রের মাধ্যমে জানান যে, জনাব মাহমুদুর রহমানকে লাকসাম, কুমিল্লায় বদলি করা হলেও থানা নির্বাচন অফিস, লালবাগ, ঢাকা থেকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে অদ্যাবধি উক্ত কর্মস্থলে যোগদান করেননি।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪। এতে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। ফলে, জনাব মাহমুদুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিস, লাকসাম, কুমিল্লা-(প্রাক্তন থানা নির্বাচন অফিসার, লালবাগ, ঢাকা) কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) 'অসদারচণ' ও ৩(গ) 'পলায়ন' এর দায়ে বিধি ১২(১) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা হল এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তার সদর দপ্তর নির্ধারণ করা হল।

৫। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subusistence Allowance) পাবেন।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ

সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-৫১৭—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩) (ডি) ধারার বিধান অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান এর স্থলে জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান

উপসচিব।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭-৫১৮—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সংঘ-স্মারক (Memoramdum of Association) এর ২৫ ধারা মোতাবেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান এর স্থলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান

উপসচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সংস্থাপন শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.২৯০.১৮-৪০৮—শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (চঃদাঃ), জনাব শিশির রঞ্জন দাস, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখ থেকে ২৬-০৩-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩০(ত্রিশ) দিনের অর্জিত ছুটি নিয়ে আমেরিকায় গমণ করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। দেশে প্রত্যাবর্তন না করে ছুটির শর্ত ভঙ্গকরে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ব্যতীত ৯০(নব্বই) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন করেন। বর্তমানে কোন ঠিকানায় অবস্থান করছেন তার আবেদন উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, তিনি সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত ইমিগ্রান্ট ভিসায় আমেরিকায় গমন করেন। জনাব শিশির রঞ্জন দাস এর এরূপ আচরণ সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারামতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রার ডাকযোগে প্রেরণ করে ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে জনাব প্রদানের আদেশ দেয়া হয়। প্রাপক বিদেশে থাকায় ডাক বিভাগ থেকে পত্রদুটি ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে দুটি জাতীয় দৈনিক "দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন" পত্রিকায় অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অধ্যাবধি তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

২। বর্ণিতবস্থায়, জনাব শিশির রঞ্জন দাস, সহকারী পরিচালক (চঃদাঃ) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেটকে ছুটি ব্যতীত বা কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কর্ম হতে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(এ) ধারা মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Deismissal form Service) দন্ডাদেশ প্রদান করা হল।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা খান

সচিব।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা কারিগরি-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৯.০০৯.১৬-৬৮৬—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার) জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী, নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত থাকাকালীন বিগত ০৯-০৭-২০১২ হতে ১১-০৯-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬৫(পঁয়ষট্টি) দিন ও ১৩-০৯-২০১২ হতে ০৯-১১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৫৮(আটান্ন) দিনসহ মোট ১২৩ (একশত তেইশ) দিন এবং চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১২-১১-২০১২ তারিখে যোগদান করে ১৫-১১-২০১২ হতে ১৩-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২৪১ (দুইশত একচল্লিশ) দিনসহ সর্বমোট ৩৬৪ (তিনশত চৌষট্টি) দিন (৬০ দিনের অধিক) কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল)

বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩ এর উপবিধি (সি) অনুযায়ী 'ডিজারশন' এর অভিযোগে তার বরাবর অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলে জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব দাখিল করেননি। সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিস্পত্তির লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

২। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩ এর উপবিধি (সি) অনুযায়ী 'ডিজারশন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধি ৭ এর উপবিধি (৬) মোতাবেক গুরুদন্ডের আওতায় কেন তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে না সে বিষয়ে পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব দাখিলের জন্য বিগত ১৫-০১-২০১৭ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এডির মাধ্যমে প্রেরণ করা হলে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জাবাব দাখিল করেননি। পরবর্তীতে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে তিনি বিগত ১৫-১০-২০১৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন।

৩। উপস্থাপিত সকল বিষয় সার্বিক পর্যালানায় জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী ৩ দফায় ৩৬৪ দিন কর্তৃপক্ষের বিনাঅনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। কৈফিয়ত তলব বরা হলেও জবাব দেন নাই। পরবর্তীতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলে তিনি জবাব দেন যে, শারীরিক অসুবিধার জন্য কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি কেন গ্রহণ করেন নাই বা কর্তৃপক্ষ বরাবর ছুটির আবেদন করেন নাই জানতে চাইলে জানান সরকারি চাকুরীর নিয়মকানুন সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। বর্তমানে তিনি সন্তোষজনকভাবে কর্মস্থলে তার দায়িত্ব পালন করছেন বলে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান।

৪। সার্বিক বিবেচনায় চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার) জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী পলায়ন(desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে সন্তোষজনকভাবে তার দায়িত্ব পালন করায় তাকে গুরু শাস্তি প্রদান না করে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদণ্ডের আওতায় তার ২(দুই) টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিতসহ অননুমোদিত অনুপস্থিত কাল (০৯-০৭-২০১২ হতে ১১-০৯-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬৫(পয়ষট্টি) দিন, ১৩-০৯-২০১২ হতে ০৯-১১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৫৮(আটান্ন) দিন এবং ১৫-১১-২০১২ হতে ১৩-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২৪১(দুইশত একচল্লিশ) দিন সর্বমোট ৩৬৪(তিনশত চৌষট্টি) দিন অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি পরবর্তীতে স্থগিতকৃত বর্ধিত বেতনের বকেয়া গ্রহণ করতে পারবেন না।

৫। এমতাবস্থায়, জনাব মোহাম্মদ নুরুস সামস চৌধুরী, চিফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার) চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ০৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদণ্ডের আওতায় তার ২(দুই) টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিতসহ অননুমোদিত অনুপস্থিত কাল সর্বমোট ৩৬৪ (তিনশত চৌষট্টি) দিন অসধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি পরবতীতে স্থগিতকৃত বর্ধিত বেতনের বকেয়া গ্রহণ করতে পারবেন না।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলমগীর
সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ ভাদ্র ১৪২৫/২৮ আগস্ট ২০১৮

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.১৮-২১৩—যেহেতু, জনাব সমীরণ রায় (০০৫০৯৯), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, পাবনা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ) গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন গত ১৫-১২-২০১৫ তারিখে "মেসার্স দোলা ফিলিং স্টেশন" এর প্রবেশ পথের ইজারা প্রস্তাবের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরিত প্রতিবেদনে একই স্থানে পাশাপাশি দু'টি ফিলিং স্টেশন থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করেননি;

যেহেতু, অপরদিকে গত ০৭-০৪-২০১৬ তারিখে "মেসার্স শরীফ নূরজাহান ফিলিং স্টেশন" এর প্রবেশ পথের ইজারা প্রস্তাবের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরিত প্রতিবেদনেও একই স্থানে পাশাপাশি দু'টি ফিলিং স্টেশন অবস্থানের বিষয়টিও উল্লেখ করেননি;

যেহেতু, "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫"-এর ১৪.১০ বিধি অনুযায়ী 'প্রতি ০৫ কিলোমিটার এর মধ্যে সর্বোচ্চ একটি পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের জন্য প্রবেশ ও বর্হিগমন পথের অনুমোদন দেয়া যাবে' উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তিনি তথ্য গোপন করে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন এবং তার এই কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০১৮ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" (Deismissal form Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোনো শাস্তি প্রদান করা যাবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনা করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৩-০৬-২০১৮ তারিখে জবাব দাখিল করে বক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৩০-০৭-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব সমীরণ রায় (০০৫০৯৯) দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব সমীরণ রায় (০০৫০৯৯), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, পাবনা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) তে উল্লিখিত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(২) (ক) তে বর্ণিত লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫-৫০—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুর্ণগঠন করা হল :

ক্রম	কর্তকর্তা	পদবি
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুরাদ রেজা, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ	পরিচালক
৩.	জনাব ইবনে আলম হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	পরিচালক
৪.	খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ	পরিচালক
৫.	জনাব মোঃ ইলিয়াছ লস্কর, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৬.	জনাব আলীম উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	পরিচালক
৭.	প্রফেসর ডঃ নিলুফার, ডীন, আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিং অনুষদ, বুয়েট	পরিচালক
৮.	জনাব কে. এম রাহাতুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	পরিচালক
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই	পরিচালক
১০.	জনাব দেওয়ান নুরুল ইসলাম, এফসিএ, প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি	পরিচালক
১১.	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি	পরিচালক
১২.	জনাব মোঃ সানাউল হক, প্রকল্প পরিচালক, জিডিএসইউটিপি (বিআরটি, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর) সওজ	ব্যবস্থাপনাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জেসমিন নাহার
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৭.০২৬.১৮.৩১১—যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি (এমআইএসটি)'র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বেসামরিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুসারে অসদাচরণের অভিযোগ আনয়ন করে এমআইএসটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আখতার হোসেন ভূইয়া
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ ভাদ্র ১৪২৫/৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং ১বি-১২০১২/ডি-১/৩৪২—নির্দেশক্রমে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি) এবং স্কীল্ড টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার টু কুয়েত (এসটিএমকে)–এ নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণের প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে "বাংলাদেশ মিলিটারি কন্টিনজেন্ট (বিএমসি) মেডেল ও রিবন প্রবর্তন" এবং পোশাকের সাথে পরিধানের অনুমতি প্রদান করা হলো। পদকের বিবরণ ও প্রাপ্যতার যোগ্যতা নিম্নরূপ:

২। (ক) **<u>পদক ও রিবনের নাম:</u>** "বাংলাদেশ মিলিটারি কন্টিনজেন্ট (বিএমসি) মেডেল ও রিবন"।

(খ) **<u>পদক প্রাপ্তির রিবন পরিধানের যোগ্যতা:</u>** অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি) এবং স্কীল্ড টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার টু কুয়েত (এসটিএমকে)-এ নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ এ পদক প্রাপ্তির ও রিবন পরিধানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩। **<u>বাংলাদেশ মিলিটারি কন্টিনজেন্ট (বিএমসি) মেডেলের গঠন:</u>**

(ক) মেডেলের সম্মুখভাগের জলপাই শাখা দ্বারা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে কুয়েত পুনর্গঠনে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততাকে বোঝানো হয়েছে।

(খ) মেডেলের পেছনের অংশে রয়েছে কুয়েত টাওয়ারের ছবি যা কুয়েতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রতীক এবং বহির্বিশ্বে কুয়েতের প্রতিচ্ছবি। এছাড়া দুটি তারকাচিহ্ন দ্বারা দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ অর্থাৎ কুয়েত ও বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।

৪। **<u>বাংলাদেশ মিলিটারি কন্টিনজেন্ট (বিএমসি) মেডেল এর রিবন :</u>** এ মিশন মেডেলের রিবন নির্বাচনে কুয়েতের পতাকার রং সমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। এর রং সমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিফলিত করে:

(ক) কালো রং শত্রুর পরাজিত হওয়াকে বুঝায়।

(খ) সবুজ রং নিজস্ব বাহিনীর দেশ রক্ষায় অদম্য স্পৃহাকে বুঝায়।

(গ) লাল রং নিজস্ব বাহিনীর আত্মত্যাগ বুঝায়।

(ঘ) সাদা রং শান্তি ও পবিত্রতাকে বুঝায়।

৫। এ সংক্রান্ত ব্যয় সেনাসদরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত নিজস্ব বাজেটের সংশ্লিষ্ট কোড হতে সংকুলান করতে হবে। এ বাবদ কোন অতিরিক্ত অর্থ দাবী করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ আশরাফ আলী ফারুক
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের আদেশের স্থলাভিষিক্ত হবে]

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শৃংখলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৭.২০১৭-২৩৫—যেহেতু, ডাঃ মঞ্জুর আল মুর্শেদ চৌধুরী (১৩৪৬৫৮), ইএমও, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফুলগাজী, ফেনী) গত ১৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ১২-১২-২০১৬ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকরি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' (সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও পলায়ন) এর দায়ে ০৮-০৬-২০১৭ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৭. ২০১৭-১০২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না বিধায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন:

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিসের জবাব প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মঞ্জুর আল মুর্শেদ চৌধুরী (১৩৪৬৫৮), ইএমও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিসের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি চাকরির নিয়ম কানুন যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করা হলো এবং তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা হতে তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফুলগাজী, ফেনীতে যোগদান করার জন্য বলা হলো এবং বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ১২-১২-২০১৬ খ্রিঃ হতে ২২-০৯-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধরণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০৬১.১৮-৫০৫—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নির্মিতব্য পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলাধীন নাগডেমরা ইউনিয়নে সোনাতলা গ্রামে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নাম "খোরশেদ আলম ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬-১০৯৬—পিরোজপুর পৌরসভার ০৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আঃ ছালাম (মধু) মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এর পদ প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৫/১৪ অক্টোবর ২০১৮

নং ১৯.০০.০০০০.৪২৫.৩৭.৪৫৩.১৭-৬৬০—বাংলাদেশে আশ্রিত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম (প্রক্রিয়া) মাঠ পর্যায়ে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ 'রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স' গঠন করা হলো :

(ক) রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্সের কাঠামো :

সভাপতি

১. শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার

সদস্যবৃন্দ

২. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

৩. পুলিশ সুপার, কক্সবাজার

৪. প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়

৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম রেঞ্জ

৬. প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৭. প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৮. প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

৯. প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

(খ) রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি :

রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স বাংলাদেশে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত চুক্তিসমূহের আলোকে রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স ও প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত 'যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ' এর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে প্রত্যাবাসন বিষয়ক নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি করবে :

১. 'সম্মত ভেরিফিকেশন ফরম' অনুযায়ী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পারিবারিক তথ্য দ্রুত যাচাইপূর্বক নির্ভুল তথ্য-ভান্ডার তৈরী;

২. জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পারিবারিক তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় 'সম্মত ভেরিফিকেশন ফরম' বিতরণ, যথাযথভাবে পূরণ, পূরণকৃত ফরম সংগ্রহ এবং তা মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও তাদেরকে স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের জন্য প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইকৃত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের সহযোগিতায় প্রত্যাবাসনের জন্য যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাপ্রণোদনা (Voluntariness) যাচাই এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

৫. মিয়ানমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবাসনের জন্য যোগ্য বিবেচিত না হওয়া ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক পুনরায় 'সম্মত ভেরিফিকেশন ফরম' পূরণ ও তা মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের যাচাই এর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. প্রত্যাবাসনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও তাদেরকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য উপযুক্ত সময়ে ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থানান্তর এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭. দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির আলোকে নির্ধারিত স্থানে ৫টি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনসহ প্রত্যাবাসনের জন্য যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণকাজ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন;

৮. প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স ও 'যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(গ) শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) এর কার্যালয় রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স নিয়মিতভাবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

(চ) অর্পিত দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পাদনের প্রয়োজনে রিপ্যাট্রিয়েশন টাস্কফোর্স অন্য যে কোন বিভাগ/সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

(ছ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শহিদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০২.১৭(অংশ-২)-১২৮৫**—০৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/২৪ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ১৩(তের) টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	নানিয়ারচর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
২.	বরকল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩.	গুইমারা মডেল হাই স্কুল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৪.	টি, এ ফারুক স্কুল এন্ড কলেজ, মংলা, বাগেরহাট
৫.	কাউনিয়া মোফাজ্জল হোসেন মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কাউনিয়া, রংপুর
৬.	কেশবপুর পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর, যশোর
৭.	সংহতি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিজলা, বরিশাল
৮.	কয়রা মদিনাবাদ মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কয়রা, খুলনা
৯.	জলমা চকরাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বটিয়াঘাটা, খুলনা
১০.	রায়েন্দা পাইলট হাই স্কুল, শরণখোলা, বাগেরহাট
১১.	কালকিনি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কালকিনি, মাদারীপুর
১২.	সালথা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সালথা, ফরিদপুর
১৩.	মনোহরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।